R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১৪ই জুলাই, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

মন্ত্রীর নির্দ্দেশ পেয়েও রেজিষ্ট্রার 'বরখাস্ত' সিদ্ধান্তে অটল

বিশেষ সংবাদদাতা : মহিলার শ্লীলতাহানির দায়ে বরখাস্ত হওয়া তিন সরকারী কর্মচারীকে পুনর্বহালের জন্য রাজ্যের আইনমন্ত্রী মনসুর হাবিবুল্লাহ'র বিস্ময়কর ও বে-নজীর নির্দেশ মুরশিদাবাদ জেলার রেজিষ্ট্রার বিমল ব্যানার্জি মানতে অস্বীকার করায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীরের সৃষ্টি হতে চলেছে। সরকারী মহলে বিমলবাবু এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছেন। এবং এ নিয়ে চারিদিকে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। বরখাস্ত হওয়া ঐ তিন কর্মচারীর নাম শক্তি দত্ত, কনক রায় এবং সন্তোষ হালদার। বহরমপুর সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের ঐ তিন কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য। এবং শক্তি দত্ত কমিটির সংশ্লিষ্ট অফিসের সম্পাদক। এদের বিরুদ্ধে ঐ অফিসেরই এক চতুর্থ শ্রেণীর মহিলা কর্মচারী শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন। জেলা রেজিষ্ট্রার বিমল ব্যানার্জি এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ১০৮৩ জি আর এম—১৫-৬-৮২ নং চিঠিতে ঐ তিন কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ দেন। জেলা রেজিষ্ট্রারের এই নির্দেশ যখন কার্য্যকরী হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই রাজ্যের আইনমন্ত্রী ১ জুলাই এক জরুরী নির্দেশ পাঠিয়ে ঐ তিন কর্মচারীর বরখাস্তের আদেশ বাতিল করেছেন। সেই সঙ্গে বরখাস্ত সময়ের সমস্ত বেতন দিয়ে দিতে বলা হয়েছে। মন্ত্রীর এই নির্দেশ টেলিগ্রামে বহরমপুরে রেজিষ্ট্রারের কাছে আসে পরদিনই। কিন্তু রেজিষ্ট্রার ঐ নির্দেশ প্রত্যাখান করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট তিন কর্মচারী ধর্ষণের মামলার অভিযুক্ত প্রধান আসামী। নিয়োগকর্তা হিসেবে তিনি সরকারী নিয়মমত তাদের বরখাস্ত করেছেন। বরখাস্ত প্রত্যাহারের নির্দেশ জারী করার ক্ষমতা কেবলমাত্র তার। কাজেই মন্ত্রীর অযাচিত নির্দেশ তাই এক্ষেত্রে কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। মন্ত্রীর নির্দেশ এবং তা প্রত্যাখান মুরশিদাবাদের প্রশাসনিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরিদর্শকদের সুপারিশ সত্ত্বেও স্কুলের অনুমোদন লাল ফিতের ফাঁসে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বারকয়েক পরিদর্শনের পরও রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা-দপ্তর বাণীপুরের 'পাইদপুর জুনিয়ার হাই স্কুল'টি পরিপূর্ণভাবে অনুমোদন না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় দশ হাজার পরিবারের ছেলেমেয়েদের ভোগান্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ঐ স্কুলটি ৪৯ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদন পায়। স্থানীয় অধিবাসীরা চাঁদা-পত্তর উঠিয়ে ১৯৬০ সালে স্কুলে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী চালু করেন। সেই সঙ্গে ঐ দু' ক্লাস অনুমোদনের জন্য জেলা ও রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করেন। আবেদন পেয়ে ৭২, ৭৪ এবং বামফ্রন্ট রাজত্বে গত '৮১ সালে বহরমপুর থেকে শিক্ষা অধিকর্তারা স্কুলটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শকদের রিপোর্টে স্কুলটিকে পরিপূর্ণভাবে অনুমোদনের সুপারিশ থাকলেও এ যাবৎ মহাকরণে শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা তা কার্যকরী করার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্ষণহীন বর্ষায় খরার প্রকটে চাষীরা সঙ্কটাপন্ন, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : আষাঢ়ের মেয়াদ আর মাত্র ৭২ ঘন্টা। তবু বর্ষণের দেখা নেই। বর্ষণহীন বর্ষা জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে শঙ্কিত করেছে। মাঠ, ঘাট ফেটে চৌচির। প্রকট দাবদাহে বীজতলা পুড়ে খাঁক। তবু আল্লা মেঘ দেয়নি, দেয়নি ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। বন্যার করাল গ্রাসে উত্তরবঙ্গ যখন ভাসছে ঠিক তখনই মহকুমায় এক পসলা বৃষ্টির কামনায় গ্রামে গ্রামে নামসংকীর্তন, গ্রামদেবীর পূজো অথবা আচার মত ব্যাঙের বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। 'আষাঢ় বর্ষণহীন' বিশ বছরে এটা নজীরবিহীন। আমাদের সংবাদদাতা মিহির মণ্ডল লিখছেন—মহকুমার সর্বত্র প্রবল খরা চলেছে। চাষাবাদ তাই বন্ধ। কৃষিজীবী মানুষের হাতে কোন কাজও নেই। বীজতলাগুলির যা অবস্থা তাতে ফের নতুন করে তা বুনতে হবে যদি বৃষ্টি নামে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে সাগরদীঘি, সুতি ও সামসেরগঞ্জের এলাকা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনাস্থা সভায় পুরপতি গড় হাজির

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বুধবার (আজ) জঙ্গিপুর পুরসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা সংক্রান্ত সভায় পুরপতিসহ ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ৫ কমিশনার উপস্থিত ছিলেন না। সি পি এম জোটের ১০ সদস্য সভায় উপস্থিত হয়ে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সি পি আই-এর দেবব্রত সাধু। পরে তাঁরা মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রনের কাছে হাজির হয়ে পুরসভার সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। আশা করা হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুনভাবে পুরবোর্ড গঠন করা হবে।

৫ লক্ষ টাকার চোরাই মাল উদ্ধার, ধৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সাগরদীঘি থানার বাহালনগর গ্রামের এক বাড়ী থেকে ৩ কুঃ বৈদ্যুতিক তার, রেলের সরঞ্জাম, কয়েকটি সোনার মূর্তি এবং প্রচুর তামা, কাঁসা ও পিতলের বাসন উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ সুরেন হক সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। সুরেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সড়কে গ্রেপ্তার ২৮

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর ট্রাক ও বাস লুঠ এবং অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ সক্রিয় হয়েছেন। গত এক মাসে হানা দিয়ে পুলিশ এই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। মহকুমা পুলিশ অফিসার জানান, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন দাগী আসামীও রয়েছে। ১২ জনকে ধরা হয়েছে হাতে নাতে। তিনি জানান এই সব গোপন পুলিশী হানার ফলে ঐ সড়কপথে ট্রাক ছিনতাই বা লুঠের ঘটনা অনেক কমেছে। এস ডি পি ও চুরি, ডাকাতি বন্ধের ব্যাপারে জনসাধারণকে সক্রিয় হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভূত ছাড়াতে হিং টিং ছট, ওঝা হাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভূত ছাড়াবার নাম করে এক বালককে রক্তাক্ত করার অভিযোগে সাগরদীঘি পুলিশ একজন ওঝাকে গ্রেপ্তার করেছে। বালকটিকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (আজ) চন্দনবাটি গ্রামে। জানা গেছে, ঐ বালকটি ডাইরিয়া

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

আষাঢ়ে দীপক রাগ

আষাঢ় মাসের অন্তিমকাল প্রায় আসন্ন। বর্ষার মাস। 'মেঘমেদুর বরষায়' কবির লেখনীতে কত কথা প্রকাশিত। 'ওরে আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে'। কেন? না, বৃষ্টিগর্ভ মেঘ 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া' (বিদ্যাপতি)।

কিন্তু উনব্বই-এর আষাঢ়ে আকাশ-বাতাস আজ দাবদগ্ধ। সুতরাং বাহিরে যাওয়ার যে নিষেধাজ্ঞা, তাহা রোদ্র-জ্বালার জন্যই, বর্ষণের মরশুম, অথচ বর্ষণ নাই। ধরিত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাস, আবহমণ্ডল তাপপ্রবাহ দিনের পর দিন ধরিয়া চলিতেছে। এই মাসের মধ্যাহ্নগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে চৈত্র-বৈশাখের 'দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসী' কে।

'ম্যাঘ দে, পানী দে'—এই আকুতি বুঝি দেবলোকে আর পৌঁছায় না। তবে কি এই একদা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে মরুতুরা জাগিয়া রহিবে? চাষীর মাথায় হাত। বীজ-তলার চারা বিশুষ্ক। 'ভাদুই' ধান এবং পাট শুকাইয়াছে। আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি: বর্ষা এই বৎসর অনিশ্চিত। সেই কারণে উৎপাদক ও ভোক্তা সকলেই ভাবিয়া দিশাহারা। প্রচণ্ড এই খরা নানারূপ অদ্ভুত রোগও আনিয়া উপহার দিতেছে। ভেজাল খাইয়া খাইয়া একে ত অন্ত্র বলিয়া দেহস্থ পুষ্টিতন্ত্রের সারবত্তা কিছু নাই, তদুপরি অভাবিত এই খরা আন্ত্রিক রোগ ঘটাইতেছে।

দিনের পর দিন যায়। আকাশে মেঘ দেখিয়া অনেকের মনে আশা জাগে। কিন্তু হায়, 'স্বপ্নো নু মায়া নু'। প্রাক্ মধ্যাহ্নকাল হইতে দিনান্ত পর্যন্ত দেখা যায় অগ্নিবর্ষী গগনমণ্ডল। কবে যে শাপমুক্তি ঘটিবে, কে জানে। সবজী চাহিনা, প্রাণীজ প্রোটিন দূরে থাক; শুধু দিও মুঠো দুই যে কোন জাতের চাল, আর কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদেশী ডাল। সম্ভবতঃ আগামী খরিফ মরশুমের সময় হইতে নব্বই সালে ইহাই হইবে বঙ্গজনের একমাত্র প্রার্থনা।

॥ তিন্ন চোখে ॥

পশ্চিমবঙ্গের যে কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা কলেজ ঘুরলে এখন ছাত্র ছাত্রী অভিভাবকের ভীড় লক্ষ্য করা যাবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেশ কিছুদিন হল প্রকাশিত হয়েছে। সফল ছাত্র-ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হবে। ভর্ত্তি হবার ইচ্ছে থাকলে ভর্ত্তি হওয়ার কাজটা অতটা সহজ নয়। সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কাজটা বেশ শক্ত। আবার ভালো ছেলে মেয়েদের পক্ষে নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হবার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কাজেই সমস্ত স্তরের অভিভাবকরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের ভর্ত্তির সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত এক মানসিক ও শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে থাকেন। সবাই চান নিজের ছেলে-মেয়েকে ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াতে। যদিও এটা নির্ভর করে সুযোগ ও আর্থিক সঙ্গতির উপর।

আবার অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা নিজের ছেলে মেয়েদের যোগ্যতার কথা চিন্তা করেন না। ছেলে দ্বিতীয় বিভাগে বা প্রথম বিভাগে পাশ করেছে অতএব তাকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি করতে হবে। ছেলে বিজ্ঞান বিভাগের উপযুক্ত কিনা সেটা চিন্তা করেন না। ছেলেও বাবার নির্বাচনে সম্মতি প্রকাশ করে। ভবিষ্যৎটা চিন্তা করার মত তার মানসিক ক্ষমতা থাকে না। আবার অনেক অভিভাবককে দেখা গেছে ছেলের ফলাফল সাধারণ মানের হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি করার জন্য জোর তদ্বির চালাতে।

একটা কথা তাঁরা চিন্তা করে দেখেন না যে, মাধ্যমিক পাঠ্য সূচীর সঙ্গে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য সূচীর এক বিরাট ফারাক। তাই অনেক সফল ছাত্র ছাত্রী নির্বাচনের ত্রুটির জন্য তাই ফোকরের মধ্যে তলিয়ে যায়। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক।

মণি সেন

জলে ডুবে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১২ জুলাই স্থানীয় গাড়ী ঘাটে স্নান করতে গিয়ে আট ও বার বছরের মামা-ভাগ্নী জলে ডুবে মারা যায়। দু'দিন পর একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

বামফ্রন্ট কেমন সরকার ?

(আমাদের আহ্বান নাড়া দিয়েছে অনেককেই। কিন্তু উপস্থাপনার ধরনটা তাঁদের কাছে ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তঁরা অপেক্ষা করে আছেন প্রথম প্রতিবেদনটির জন্য। সম্পাদকের কড়া নির্দেশ এই মুহূর্তে পত্রিকার পক্ষ থেকে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা চলবে না। তাই এ প্রসঙ্গের কলমনবীশ আপনারা সকলে। সংক্ষেপে লিখুন খোলা মন নিয়ে। যুক্তির বাঁধুনিতে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধুন তাকে। ব্যক্তিগত কুৎসা নৈব নৈব চ। পাঠকদের সুবিধার্থে 'পরিবর্ত্তন'-এর ১৬ জানুয়ারী '৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের আংশিক তুলে দিচ্ছি দুটি সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিচ্ছি প্রতিবেদক বুদ্ধদেব ভাদুড়ীর কাছে। শ্রীভাদুড়ীর সমালোচনা আগ্নিতে ঘৃতাহুতি)

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার এবং যেহেতু জনগণ অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তাই জনগণের স্বার্থে আপাততঃ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে মুলতুবী রেখে এই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই সরকার গঠন করে জনসাধারণের সমস্যাবলীর সমাধান করার চেষ্টা করব এবং সৎভাবে চেষ্টা করলে জনগণের সমস্যাবলীর সমাধান এই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও করা যায়। এ ভাষ্য আমার নিজের নয়। ইন্দিরা সরকারের একদা অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং বামফ্রন্ট সরকারের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্র ঠিক এই কথাগুলি বলেছেন: 'বর্তমান এই ব্যবস্থা তো আমরা বদলাতে পারছি না। এই যে জমিদার, পুঁজিপতি, মুনাফাখোরদের নেতৃত্বাধীন সামাজিক কাঠামো, সেটাকে তো এখনি আমরা হঠাতে পারছি না। কিন্তু এরই মধ্যে, এই গণ্ডীর ভেতর সাধারণ মানুষের সামান্য একটু স্বাস্তর সুযোগ করে দেওয়া উচিত। সামান্য একটু ক্ষমতা, বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ যদি থাকে, তবে এই কাঠামোর মধ্যেও একটু বাড়তি উন্নতর সুযোগ আমরা করে দিতে পারবো। এর ফলে, আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবো যে সামান্য একটু বাড়তি সুযোগ এবং ক্ষমতা যদি পাওয়া যায়, তবে এই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই আমরা সাধারণ মানুষকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি।' এবং অতঃপর আমাদের এই কৃতিত্বের কথা ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে, মানুষ তখন সর্বত্রই আমাদেরই ভোট দেবে, অতঃপর কেন্দ্র দখল এবং আইন-কানুন পালটে গেলে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে। এটাই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার মূল রাজনৈতিক দর্শন। শোধনবাদী বার্ণষ্টাইন জারমানীতে ঠিক এই পথটাই নিয়েছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, শ্রমিক-বিপ্লবের লক্ষ্য তিনিও মানেন, তবে তার আগে জনসাধারণের আরও অনেক ছোটখাট দাবি-দাওয়া যাকে এরা বলছেন 'আশু সমস্যাবলী' সেগুলো সমাধান করতে হবে। সেই প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্য লক্ষ্য করুন —'এরা পার্টি প্রোগ্রামটি বর্জন করছেন না, মুলতুবী রাখছেন মাত্র—অনির্দিষ্টকালের জন্য। এরা প্রোগ্রামটা গ্রহণ করছেন বটে, তবে নিজেদের জন্য নয় নিজেদের সারা জীবনের জন্যও নয়, মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য—একজন তাঁতী যেমন মরার সময় তার তাঁতটাকে তার ছেলেকে দিয়ে যায়। ইতিমধ্যে এরা এদের 'সমস্ত জীবন ও শক্তি' দেবেন কতকগুলি তুচ্ছ জঞ্জালের জন্য (to all sorts of petty rubbish) এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাটাকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে-রাখার জন্য যাতে করে দেখানো যেতে পারে যে একটা ভীষণ কিছু করা হচ্ছে অথচ তাতে বুর্জোয়ারা ভয় পাবে না।' (Marx-Engels Correspondence)

বুর্জোয়া পারলামেনট যে শ্রমিকশ্রেণীর কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না এই মার্কসবাদী প্রত্যয় গড়ে তুলে পারলামেন্ট সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে মোহমুক্ত করে তোলায় মার্কসবাদীদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। 'ডুমাতে সোসাল ডেমোক্র্যাসীর আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য হল শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া ও বিশেষ করে কৃষকদের দাবি-দাওয়া আদায় করার পক্ষে ডুমাটা যে সম্পূর্ণ অকেজো এই কথাটা জনসাধরণকে ব্যাখ্যা করতে হবে' (লেনিন)। আমাদের যুক্তফ্রন্টের মার্কসবাদীরা ঠিক এর বিপরীত কাজটাই করছেন। তারা স্পষ্টতই বলেছেন, এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ইচ্ছে করলে শ্রমিকশ্রেণীর অনেক সমস্যা সমাধান করা যায় এবং এইভাবে তারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া পারলামেনটীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে মোহমুক্ত করার পরিবর্তে মোহকে আরও জিইয়ে রেখে সংকটাপন্ন পুঁজিবাদকেই টিঁকিয়ে রাখার প্রতিবিপ্লবী দায়িত্ব পালন করছেন

(চলবে)

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

ফরাক্কা: সম্প্রতি ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টারে স্থানীয় শিশুদের মধ্যে 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে ৯ জন শিশুকে পুরস্কৃত করা হয়।

"ওরে ভোঁদর ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।"

তুর্মুখ

'বন থেকে বেরলো টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।'

সেদিন বন থেকে না বেরলেও শহরের নীলমণি প্রাসাদ থেকে টিয়ে বেরিয়ে এসে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে বসে ছিল। এ ঘটনা আমরা শহরবাসীরা স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি সেই টিয়া ধরা মহান্তদের উল্লাস। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা সেদিন হেসেছি'লন নিভৃতে। বিরোধী পক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ সেদিন বুক চাপড়ে আত্মজনের কাছে বলে-ছিলেন 'এ রাজত্বের মেয়াদ ৬ মাস।' তুর্মুখ আমি বলেছিলাম সাবধান শহর-বাসী, 'আবার পুরানো খেলুড়ে মুখ দেখা যাচ্ছে। এরা এ খেলায় ওস্তাদ ব্যক্তি। এরা সাত ঘাটের না হলেও দু'ঘাটের বহু জল খেয়েছেন। হাটে হাটে বহু পসার বেচেছেন।' অনেকেই তখন বলেছেন 'আরে না না এরা এবারে আর সে ভুল করবে না।' তিনি কিন্তু সঠিক বুঝেছিলেন 'আন-হোলি এ্যালায়েন্স ক্যান নট বি ফিয়ার্ড।' টোকা মারলেই ফাঁকা বোঝা যাবে। কাদা দিয়ে ফাঁক বোজালেও ঠিকমত ধাক্কা দিলে ফাঁকের শুকনো কাদা ঝরে পড়বে। ফাটল বাড়বে। টিয়ার টোপর পড়বে খসে। হলোও তাই। এখন বলতে ইচ্ছা করছে 'আয়রে আয় টিয়ে/নায়ে ভরা দিয়ে,/না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে/ তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে। সত্যি সত্যিই না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, টিয়া টোপর ফেলে উড়লো, ভোঁদড় দু'হাত তুলে নাচলো। কিন্তু কেন এমন হলো, কেমন করে হলো। এ যে একেবারে অবাক কাণ্ড। হয় হয় সবই হয় শুধু আমরা জানতে পারি না। যিনি পূর্ব্বের অঘটন ঘটিয়ে-ছিলেন এবং সাধারণকে যে কথা বলেছিলেন, সেই কথায় এখন বলছেন ঠিক তাই টিয়ার বিরুদ্ধে। জনগণের কোন কাজ নাকি ইনি করতে অপারগ। হায়রে রাজনীতি! তাঁর স্বদেশপ্রীতি এখন লোকে দেখছে। সত্যই তো কি পেরেছে এরা করতে! পূর্ব্বে যখন এঁরা ছিলেন তখন কত বেকার লোকের চাকরী দিয়েছেন। শহরকে বানিয়ে দিয়েছেন বোম্বাই শহর। পথঘাট ঝকঝকে তকতকে। তরকারীর বাজারে একটুও কাদা ছিল না। ছিল না নর্দমার পাঁক। সুপার মার্কেটের ঘর তৈরী হয়েছিল। তার-পর যখন কর্ত্তাব্যক্তিরা বসলেন তখন তারা তো আরো ভালো কাজ করে-ছেন। রাস্তায় রাস্তায় মার কারী ভেপার ল্যাম্প। তার দু'একটা চিহ্ন এখনও রয়েছে। প্রয়োজনহীন লক্ষ টাকার রোলার ক্রয়। দলীয় সমর্থক-দের বিভিন্ন চাকরী। পথ-ঘাট নূতন করে নির্ম্মাণ। ক তকি। আর ইনি এক বছরে কিছুই করতে পারলেন না। একে সমর্থন আর করা যায় না। তাই রচিত হলো স্বদেশীয় পরিকল্পনা, অপূর্ব মুন্সিয়ানার পরিচয় তাতে। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি। পার্থসারথীর আবির্ভাব। স্বয়ং গোবর্দ্ধনধারী গোপাল আবির্ভূত হলেন। হরিপ্রসাদ বঞ্চিত। স্বয়ং পরমেশ পারলেন না এ মহাযুদ্ধে কাণ্ডারী হতে। তিনি নিজেই সরে দাঁড়ালেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সখা সুবল হতবাক্। দ্বাপরের সন্ধিক্ষণ। ত্রেতা নয় যে রাজা রাম প্রাধান্য পাবেন। অতএব টিয়ার নাও বোয়ালে নিল। বাধ্য হয়ে শূন্যে পাখা মেললো টিয়া সোনার টোপর মাথা থেকে ফেলে দিয়ে। আমরা ছোট্ট খোকনের মত চেয়ে চেয়ে দেখছি সবটুকু। ভোঁদরের নাচ দেখে খোকন আমরাও নাচছি। কিন্তু ভোঁদর এখন মশগুল। আমাদের সে নাচ দেখার সময়ও তার নেই। সে মহানন্দে মত্ত। তবুও চিৎকার করে বলছি ওগো আমরাও তোমার সঙ্গে আনন্দে যোগ দিয়ে নাচছি। আমাদের পা ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, তাও নাচবো। কেন না তুমি নাচছো, আমরা না নাচলে যে তোমার গোসা হবে। তুমি শুধু এক-বার মুখ ফিরিয়ে দেখো আমরাও নাচছি। বুঝে নাচছি, না বুঝে নাচছি। বল্‌ছি—

'ওরে ভোঁদর ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা॥'

মৎস্য চাষে কৃতিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা মৎস্য বিভাগের সাহায্য নিয়ে রঘুনাথ-গঞ্জ বালিঘাটা পল্লীর যুবক ধর্মদেব হালদার মাছ চাষে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় মৎস্য চাষীদের মনে আশার আলো জেগেছে। শ্রীহালদার তার পুকুরে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছের পোনা ছেড়ে চাষ করেন। দু'মাসের মধ্যে ঐ পোনা বেড়ে গড়ে ৫০ গ্রাম হয়েছে। এর ফলে লাভের অংকও যথেষ্ট বেড়েছে। ধর্মদেব এর আগে মাছ চাষ সম্পর্কে সরকারী পর্যায়ে ১ মাসের প্রশিক্ষণ নেন।

ডাক্তারহীন হাসপাতাল

জঙ্গিপুর : হিলোরা সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টারে আজ দীর্ঘ পাঁচ ছয় বছর থেকে কোন ডাক্তার নাই। একজন কম্পাউণ্ডার কোন রকমে সেন্টারটি খোলা রাখেন। ফলে ঐ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে রোগীদের চিকিৎসার কাজ কার্যত অচল হয়ে রয়েছে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

'প্রিণ্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি. বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।
টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাড়ী বিক্রয়
মিঞাপুর বাজারের মধ্যে মেন রোডের ধারে একটি বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
১। নিমাই দত্তের মুদিখানার দোকান রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের সন্নিকট
২। নিতাই দত্তের চালের আড়ত, মিঞাপুর

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে
আর মনমাতানো গানে গানে
ভেসে চলা একটি নাম
ইনভিমেট (এস)
ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।
যোগাযোগের ঠিকানা—
নিমাই সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

॥ কৃষি সংবাদ ॥

পাট চাষীদের জন্য জুট কার্ড

গতবারের ন্যায় এবারও 'জুট কার্ড' বিলি আরম্ভ হয়েছে। জেলার সমগ্র পাট চাষী এই কার্ড পাবেন। তথ্য সম্বলিত এই কার্ড আপনার এলাকার তহশীলদার দেবেন। কার্ড সংগ্রহ করে জুট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার নিযুক্ত এজেণ্ট-এর নিকট আপনার উৎপন্ন পাট নির্ধারিত দামে বিক্রীর সুযোগ নিন। এই কার্ড আগামী তিন বছর চলবে। গত বছরের দেয় কার্ড অবশ্যই ফেরত দেবেন। আপনার এলাকার নিযুক্ত এজেণ্টকে তার জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট খোঁজ করুন।

অসুবিধা হলে জে এল আর ও বা কৃষি সম্প্রসারণ আধি-কারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

মন্ত্রীর নির্দ্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি আইন মন্ত্রীর এই করুণাকে অনেকেই ভাল চোখে দেখছেন না। তাঁদের ধারণা মন্ত্রীকে সব ঘটনা না জানিয়েই এই আদেশ জারী করানো হয়েছে। এদিকে সরকারী অফিসার মহলে মন্ত্রী ও আমলার ক্ষমতা নিয়ে জোর মতান্তর শুরু হয়েছে। এক গেজেটেড অফিসারের মতে, মন্ত্রীর নির্দেশ সব ক্ষেত্রে তারা নাও মানতে পারেন। কোনো অফিসার উপরওয়ালার নির্দ্দেশকে বে-আইনী মনে করলে তা সবিনয়ে প্রত্যাখান করতে পারেন। রেজিষ্টার হিসাবে বিমল ব্যানার্জি তাই করেছেন। এক্ষেত্রে জেলার অফিসার মহলের একাংশ সমস্ত ঘটনা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। বহরমপুর থেকে আমাদের এক প্রতিবেদক জেলা রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠানো আইন মন্ত্রীর নির্দ্দেশ সংক্রান্ত টেলিগ্রামটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামটি হুবহু তুলে ধরা হল।

L1830B, 0296 Calcutta 7STE29
State : DISTRICT REGISTRAR MURSHIDABAD, BERHAMPORE

Refer No. 1083 DRM dated 15-6-82

Suspension Orders Employees With drawn by Hon'ble Minister.

Inform Treasury Officer ( )
Order follows ( )
Registration.

From : Shri M. Rahaman, Dy, Inspector General of Registration, W.B. Writers Building, Top floor 'F' Block. Cal-1
Memo No. 5021 dated 1-7-82
Post copy of telegram forwarded to the District Registrar Murshidabad, Berhampore in confirmation

Hon'ble Minister (law) has been pleased to direct that the orders of suspension of Shri Sakti Kr. Dutta, clerk, Shri Kanak Kanti Ray, Muharrer and Shri Santosh Kr. Haldar, night guard all employees of Berhampore Sadar joint office be withdrawn. He is Accordingly requested to intimate Treasury Officer concerned not to with hold pay and allowances of the said employees for the period during which they were under suspension and report compliance in the matter.

M. Rahaman
Dy. Inspe. General of Regi,
1-7-82 West Bengal

বর্ষণহীন বর্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমূহ। সুতি ও সাগরদীঘির ৬-৭০০ একর জমি বৃষ্টিবাদে সম্পূর্ণ ক্যানেলের উপর নির্ভরশীল। ক্যানেলে জল নামেনি এখনও। মহকুমায় কৃষি বিভাগের অধীনস্থ সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল। মহকুমায় ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে মাত্র ২০টি, আর, এল, আই ২৫টি, স্যালো টিউবওয়েল ১৮৫৭টি এবং পুকুর ও ডোবার সংখ্যা ৩৪০০। খবর মিলেছে, বহু পুকুর ইতিমধ্যে জলশূন্য। ৩টি ডিপ টিউবওয়েল চালু না করে মঙ্গলজন বাড়ালা এবং কাঁকুরিয়া মাঠে ফেলে রাখা হয়েছে। তাই 'উৎপাদন বর্ষ' এ মহকুমায় উৎপাদন মাত্রা ব্যাহত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। মহকুমা কৃষি অধিকর্তার মতে, ইতিমধ্যেই মহকুমাতে আমনের চারার ক্ষতি ৩০ শতাংশ, আউস চারার ক্ষতি ১০-২০ শতাংশ। এ হিসেব সরকারী। ঐ হিসেব মত মহকুমায় ২০ ও ৩০ শতাংশ পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে খরা ও প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জন জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় এক বৃদ্ধ গরম সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। মহকুমায় বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ২৭৫টি টিউবওয়েল অকেজো হয়ে রয়েছে। ফলে কয়েকটি গ্রামে দেখা দিয়েছে জলকষ্ট। অবস্থা সামলাতে সরকারী পর্যায়ে তেমন কোন ত্রাণ সাহায্য এ পর্যন্ত মহকুমায় এসে পৌঁছোয় নি। তবে কৃষি বিভাগ থেকে ৪ হাজার মিনিকীট বণ্টন করা হয়েছে গরীব চাষীদের মধ্যে।

ওঝা হাজতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোগে আক্রান্ত হলে গ্রামবাসীরা তাকে ভূতে ধরেছে মনে করে ওঝা ডাকে। ভূত ছাড়াবার জন্য ওঝা বালকটির সাড়া গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিতে শুরু করে। এরপরে বালকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং ওঝাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

চোরাই মাল উদ্ধার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোখরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সিরাজুল ইসলামের ভাই। তার বাড়ির উঠোনে ধানের তলা থেকে মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধারীকৃত জিনিষপত্রের মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

খোয়া গিয়েছে

আমার এয়ার ফোর্সের আইডেনটিটি কার্ডটি (নম্বর ১৬৮৯২৮) রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা থেকে খোয়া গিয়েছে। যদি কোন ভদ্রলোক পান তবে নীচের ঠিকানায় অথবা স্থানীয় থানায় জমা দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

পুষ্পেন্দু আচার্য্য
C/o ডি, এন, আচার্য্য
গ্রাম চিন্দুরিয়া পোঃ শিমুরালি (নদীয়া)

বিজ্ঞপ্তি

'জঙ্গিপুর হাই স্কুলের বিক্রয়যোগ্য কিছু করগেট টিন ও ৩'×৫'×১৮' সাইজের ১৬ খানা লোহার জয়েষ্ট আছে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণকে উপরোক্ত দ্রব্যের পৃথক পৃথক শীল করা খামে দরপত্র ফেরৎযোগ্য ১০০ টাকা security deposit সহ প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জমা দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

উপরোক্ত দ্রব্যাদি স্কুল চলাকালীন সময়ে দেখানো যাইবে।'

প্রধান শিক্ষক
জঙ্গিপুর হাই স্কুল
১৮-৬-৮২

লাল ফিতের ফাঁসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্যোগ নেননি। রাজনৈতিকভাবে তদ্বিরের অভাবে মন্ত্রীরাও এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। স্কুলে বর্তমানে অনুমোদিত দু'জন শিক্ষক ও একজন করণিক কাজ করছেন বিনা পারিশ্রমিকেই। আগে ছাত্রছাত্রীদের কাছে মাইনে বাবদ আদায় হতো যৎসামান্য। তাই নিয়ে চলত অনুমোদিত ক্লাস দুটি। এখন ফি আদায় বন্ধ হওয়ায় আর্থিক সংকট তীব্র আকার নিয়েছে। তবু অতিরিক্ত ক্লাস দুটি বন্ধ করা হয়নি। স্কুলে এখন ছাত্র সংখ্যা ১২৬ জন। নিস্তা, খুড়িপাড়া, তালাই, নয়াগ্রাম. মিঞাপুর, নাজিরপুর প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা ছেলেমেয়েদের কোথাও ভর্তি করাতে না পেরে সাইদপুর জুনিয়ার হাই স্কুলে পাঠাচ্ছেন। সরকারী নজরদারীর অভাবে স্কুলটির দৈন্যদশায় সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা তাই চিন্তিত। স্কুলের নিজস্ব ছ'খানি ঘর, জমি এবং খেলার মাঠ সবই রয়েছে। তাদের দাবী স্কুলটিকে অবিলম্বে জুনিয়ার হাই স্কুল পর্যায়ে উন্নীত করার। অনেকের আশা এর ফলে ঐ এলাকার কয়েকশো ছাত্রছাত্রী ভর্তির অভাবে পড়াশুনা বন্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়
রক্ত পরিষ্কারক ও
বলবর্ধক
সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।